"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য কথা শোনান একমাত্র বাবা, তাই বাবার কথাই শোনো, মানুষের নয়, একমাত্র বাবার কথা যে শোনে সে-ই হয় জ্ঞানী"

*প্রশ্নঃ - যে আত্মারা তোমাদের দেবী-দেবতা বংশের হবে, তাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো ও মিষ্টি লাগবে। তারা মনুষ্য মত ত্যাগ করে ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলা শুরু করবে। বুদ্ধিতে আসবে যে শ্রীমৎ অনুযায়ী-ই আমরা শ্রেষ্ঠ হব। এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ চলছে, আমাদের-ই উত্তম পুরুষ হতে হবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এখন আত্ম-অভিমানী হও। দেহের অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথাও জানো পরমাত্মা হলেন একজনই। ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হয় না। ব্রহ্মার ৮৪ জন্মের কাহিনী তোমরা জানো। এই হল ওনার শেষ জন্ম। এনার মধ্যেই আমাকে আসতে হয়, যিনি পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এনাকেই জ্ঞান প্রদান করি। তোমরা ৮৪ জন্মকে জানো না, আমি-ই তোমাদের বলি। সর্ব প্রথমে তোমরা এমন দেবী-দেবতা ছিলে। এখন সেই স্বরূপে পরিণত হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। পুনর্জন্ম তো প্রথম জন্ম থেকেই শুরু হয়। এখন বাবা বলেন - আমি যে তোমাদেরকে বলি, সেসব হলো রাইট। বাকি যা কিছু তোমরা শুনেছো, সেসব হলো রং (ভুল)। আমাকে বলা হয় ট্রুথ বা সত্য বলেন যিনি। আমি সত্য ধর্মের স্থাপনা করতে আসি। বলা হয় সত্য যেখানে, আত্মা নাচবে সেখানে অর্থাৎ খুশীতে ডান্স করো। এ হলো জ্ঞানের ডান্স। তারা কৃষ্ণকে দেখায় - মুরলী বাজিয়ে রাস করেছে। উনি হলেন সত্য খণ্ডের মালিক। কিন্তু কৃষ্ণকে এমন কে তৈরি করেছেন? সত্যখণ্ডের স্থাপনা কে করেন? ওটা হলো সত্যখন্ড, এটা হলো মিথ্যা খন্ড। ভারত সত্য খন্ড ছিল, যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, সেই সময় অন্য কোনও খন্ড ছিল না। মানুষ এই কথা জানে না যে স্বর্গ কোথায়? কেউ মারা গেলে বলে অমুক স্বর্গে গেছে। বাবা বোঝান তোমরা উল্টো ভাবে ঝুলে আছো। মায়ার অধীন হয়েছো। এখন বাবা এসে তোমাদের সোজা করছেন। তোমরা জানো ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করেন ভগবান। এই সময় সবাই ভক্তিমার্গে আছে। যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সেসব হল ভক্তিমার্গের। এই গীত গান ইত্যাদি সবই হলো ভক্তি মার্গের। জ্ঞান মার্গে ভজন ইত্যাদি হয় না। তোমরা জানো আমাদের শব্দের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, অর্থাৎ ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মুখে 'হে ভগবান্' কখনও বলবে না। এইরকম বলাও হলো ভক্তিমার্গ। কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত ভক্তিমার্গ থাকে। এখন এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা উত্তম পুরুষে পরিণত করেন। তোমরা একটি ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলো। ঈশ্বর যা বলেন, সবই রাইট। বাবা মনুষ্য দেহে এসে বলেন - তোমরা অনেক বুদ্ধিমান ছিলে, বোধযুক্ত ছিলে, এখন কতখানি অবুঝ হয়েছো। তোমরা গোল্ডেন এজে অর্থাৎ স্বর্ণ যুগে ছিলে, এখন আয়রন এজে অর্থাৎ লৌহ যুগে এসেছো। যারা এখানকার (সঙ্গমযুগের) তাদের এই জ্ঞান খুব ভালো লাগবে। এখানকার আত্মাদের মিষ্টি লাগবে। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) নিজেও গীতা পাঠ করতেন। বাবাকে (শিববাবাকে) পেয়ে সব-কিছু ছেড়ে দিলেন। উনি অনেক গুরুর কাছে দীক্ষিত ছিলেন। বাবা বললেন - সবাই হল ভক্তিমার্গের গুরু। জ্ঞান মার্গের গুরু একমাত্র আমি। যখন আমার কাছে জ্ঞান শুনবে তখন তাদের জ্ঞানী বলা যেতে পারে। বাকি সবাই হলো ভক্ত। এই শ্রীমৎ হলো শ্রেষ্ঠ, বাকি সব মত হলো মনুষ্য মতামত, এই হল ঈশ্বরীয় মত। ওসব হলো রাবণের মত, এ হলো ভগবানের মত। ভগবানুবাচ - তোমরা হলে অনেক মহান ভাগ্যশালী, তাই তোমাদের বর্তমান সময় হলো হীরে তুল্য জন্ম। আংটি-তেও হীরে মধ্যিখানে লাগানো হয়। মালার উপরে ফুল থাকে, তারপর মেরু। নামও হলো আদম-বিবি। তোমরা বলবে মাম্মা-বাবা। আদি দেব এবং আদি দেবী, এনারা হলেন সঙ্গমের। সঙ্গম যুগ-ই হলো সবচেয়ে উত্তম, যখন এই রাজ্যের (স্বর্গের) স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদের এইসময়েই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে বাবা আসেন। এই দুনিয়ার ডিউরেশন (সময় অবধি) কত - এই কথাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা ছাড়া কারো জানা নেই। লক্ষ বছর বলে দেয় তারা। এইসবই হলো মিথ্যে কথা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া... বলা হয়। সত্য হলো নতুন দুনিয়া। এটা হলো মিথ্যা খন্ড। এই মিথ্যা খন্ডকে সত্যখণ্ডে পরিণত করা বাবার কাজ। বাবা বলেন ভক্তিমার্গে যা কিছু পড়েছো, সেসব ভুলে যাও। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য। তারা তো কেবল ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করে। এও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। কেন-র কোনও প্রশ্ন ওঠেনা। এটা তো হলো তৈরি করা খেলা। বাচ্চারা তোমাদের বাবা বোঝান, এমন সব হয়। অন্য ধর্মের মানুষ স্বর্গে আসতে পারেনা। বৌদ্ধ ডিনায়েস্টি, খ্রীস্টান ডিনায়েস্টি - তারা কেউই স্বর্গে আসে না। তারা পরে আসে। সর্ব প্রথমে হলো ডিটি ডিনায়েস্টি (দেবতা

ডিনায়েস্টি), তারপরে ইব্রাহিম, বুদ্ধ, খ্রাইস্ট এসে নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে। বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে এই দেবতা ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন।

আত্মা প্রথমে এসে গর্ভে প্রবেশ করে । ছোট শিশু থেকে বড় হয়। শিববাবা তো ছোট-বড় হন না। না তিনি গর্ভ দ্বারা জন্ম নেন । বুদ্ধের আত্মা প্রবেশ করে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রথমে তো হয় না। নিশ্চয়ই এখানকার কোনও মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন। তারপরে গর্ভে তো অবশ্যই আসবেন। বৌদ্ধ ধর্ম একজন স্থাপন করেন তারপরে তার পিছনে অন্যরা আসে। এইভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। যখন লাখ খানেক হয়ে যায়, তখন রাজত্ব চলে। বৌদ্ধদেরও রাজ্য ছিল, বাবা বোঝান তারা সব পরে আসে। তাদের গুরু বলা হবে না। গুরু হন একজনই। তিনি নিজের ধর্ম স্থাপনা করে নীচে নেমে আসেন। বাবা সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দেন তারপর মুক্তি ধাম থেকে এক-এক করে নীচে আসে। তোমরাও জীবনমুক্তি থেকে নীচে নেমেছ। তারা যদিও মুক্তি থেকে নীচে নামে। তাদের মহিমা কিসের। জ্ঞান তো সেই সময় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন গতি-সদগতির জন্যে। তিনি গর্ভে আসেন না, এনার মধ্যে বসে আছেন, এনার দ্বিতীয় কোনও নাম নেই। অন্যদের শরীর অনুযায়ী নাম থাকে। ইনি হলেন পরম আত্মা। ইনি জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞান সর্ব প্রথমে আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের প্রাপ্ত হয় কারণ তাদেরই ভক্তির ফল প্রাপ্তি হওয়ার আছে। ভক্তি তোমরাই শুরু কর। তোমাদেরই ফল প্রদান করি। বাকি অন্যরা সবাই হলো বাইপ্লট । তারা ৮৪ জন্মও নেয় না। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা এখন দেহী-অভিমানী হও। সেখানেও বোধ থাকে - এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ হবে, দুঃখের কথা নেই। বিকারের কথা নেই। বিকার থাকে রাবণ রাজ্যে। ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা বোঝাবে তবুও বুঝবে না। কল্প পূর্বে যারা বুঝেছে তারাই বুঝবে, তারাই পদ প্রাপ্ত করবে, যারা বুঝবেনা পদ প্রাপ্তিও হবে না। সত্যযুগে সবাই পবিত্র, সুখ, শান্তিতে থাকে। সব মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্যে পূর্ণ হয়। সত্যযুগে কোনও কামনা থাকে না। আনাজ ইত্যাদি সব কিছু অসীম মাত্রায় থাকে। এই বম্বে প্রথমে ছিল না। দেবতারা নোনা জমিতে বাস করেন না। যেখানে মিষ্টি নদী ছিল, সেখানে দেবতাদের বাস ছিল। মানুষ কম ছিল, এক-একজনের কাছে অনেক জমি থাকত। দেখানো হয় - সুদামা এক মুঠো চাল দিয়ে, মহল প্রাপ্ত করে। মানুষ দান পুণ্য করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। এবারে তিনি কি ভিক্ষুক নাকি? ঈশ্বর তো হলেন দাতা। তারা ভাবে পরের জন্মে ঈশ্বর অনেক কিছু দেবেন। তোমরা তো এক মুঠো দাও, নতুন দুনিয়ায় অনেক কিছু নাও। তোমরা খরচ করে সেন্টার তৈরি করো, যাতে সবাই শিক্ষা লাভ করে। নিজের ধন খরচ কর তারপরে রাজত্ব তোমরাই নাও। বাবা বলেন আমিই তোমাদের নিজের পরিচয় বলি। আমার পরিচয় কেউ জানে না। নাই আমি কোনো দেহে আসি। আমি তো আসি মাত্র একবার। যখন পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হয়। আমি হলাম পতিত-পাবন। আমার পার্ট হলো সঙ্গমযুগে, তাও অ্যাক্যুরেট (সঠিক/নির্ধারিত) সময়ে আসি। তোমরা কি আর জানতে পারো শিববাবা কখন এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তারা কৃষ্ণের তিথি, তারিখ, মিনিট, ইত্যাদি লেখে। শিববাবার কোনও মিনিট ইত্যাদি কেউ বের করতে পারে না। ব্রহ্মাও এই কথা জানতেন না। শিববাবা যখন জ্ঞান প্রদান করলেন তখন জানতে পারলেন। আকর্ষণ অনুভব হতে থাকল। ব্রহ্মার মধ্যেও মরচে ছিল। যখন পরম পিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন তখন তোমরা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে ছুটে আসো। তোমাদের কোনও চিন্তা থাকে না। বাবা বলেন আমি হলাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আত্মারা তোমাদের উপরে অনেক মরিচা আছে, এখন সেসব কিভাবে দূর হবে? ড্রামাতে সব আত্মাদের নিজের নিজের পার্ট আছে। এ'সব হলো গুহ্য কথা। আত্মা হলো অতি সূক্ষ্ম। দিব্য দৃষ্টি ছাড়া আত্মাকে কেউ দেখতে পারা যায় না। বাবা এসে তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের-ই বাবা পড়ান। ভক্তিমার্গে তো জ্ঞান হল আটায় যেটুকু লবণ । যেমন ভগবানুবাচ শব্দটি রাইট, কিন্তু কৃষ্ণ বলে দিলে আবার ভুল হয়ে যায়। মন্মনাভব শব্দ হলো সঠিক কিন্তু অর্থ বোঝে না। মামেকম্ শব্দটি রাইট। এ হলো গীতার যুগ। ভগবান এই সময় এই রথে আসেন, তারা দেখিয়েছে ঘোড়ার গাড়ি। তাতে কৃষ্ণ বসে আছেন। এবারে কোথায় ভগবানের এই (ব্রহ্মা দেহ রূপী) রথ, কোথায় ঘোড়া গাড়ি ! কিছুই বোঝে না। এ হলো অসীম জগতের বাবার বাড়ি। বাবা সব আত্মা রূপী বাচ্চাদের ২১ জন্মের জন্য হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস প্রদান করেন। এও হলো অনাদি অবিনাশী তৈরি করা ড্রামা। কখন শুরু হয়েছে, বলা যাবে না। চক্র ঘুরতে থাকে। এই সঙ্গমের কথা তো কারো জানা নেই। বাবা বলেন এই ড্রামা হলো ৫ হাজার বছরের। অর্ধেক হলো সূর্য বংশী - চন্দ্র বংশী, অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০০ বছরে বাকি অন্য সব ধর্ম। তোমরা জানো সত্যযুগ হলো ভাইসলেস দুনিয়া অর্থাৎ পাপমুক্ত দুনিয়া। তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। খ্রীস্টানরা নিজেরাই বোঝে - আমাদের কেউ প্রেরণা দিচ্ছে, ফলে আমরা বিনাশের জন্যে এইসব তৈরি করি। তারা বলে আমরা এমন বোমা তৈরি করি যে এক দুনিয়া নয় ১০- টি দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গ স্থাপন করতে আসি। বাকি বিনাশ তো এরা করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে যা কিছু এখনও পর্যন্ত ভক্তিমার্গে পড়েছো বা শুনেছো, সেসব ভুলতে হবে। একমাত্র বাবার কথা শুনে, তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজেকে শ্রেষ্ঠ করতে হবে।

২) যেমন বাবা হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর উপরে কোনও মরচে নেই। তেমন পবিত্র হতে হবে। ড্রামার প্রত্যেকটি পার্টধারীর পার্ট হলো একেবারে অ্যাকুরেট, এই গুহ্য রহস্যটিকেও বুঝে এগিয়ে চলতে হবে।

বরদানঃ- বাবা আর বরদাতা এই ডবল সম্বন্ধের দ্বারা ডবল প্রাপ্তি করা সদা শক্তিশালী আত্মা ভব

সর্ব শক্তি হল বাবার উত্তরাধিকার আর বরদাতার বরদান। বাবা আর বরদাতা - এই ডবল সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চার এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি জন্ম থেকেই হয়ে থাকে। জন্ম থেকেই বাবা বালক তথা সর্ব শক্তির মালিক বানিয়ে দেন। সাথে-সাথে বরদাতার সম্পর্কে জন্ম হতেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বানিয়ে - ‘‘সর্বশক্তি ভব’’-র বরদান দিয়ে দেন। তো একের দ্বারা এই ডবল অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার কারণে সদা শক্তিশালী হয়ে যাও।

স্লোগানঃ- দেহ আর দেহের সাথে পুরানো স্বভাব, সংস্কার বা দুর্বলতার থেকে ডিট্যাচ হওয়াই হলো বিদেহী হওয়া।

আমাদের সকলের অতি স্নেহী, বাপদাদার হৃদয়ের উপর রাজত্ব করা, নিজের জীবন বা কর্তব্যের দ্বারা গুণদান করা, সদা বিদেহী স্থিতিতে থেকে, ট্রাস্টী যজ্ঞ রক্ষক হওয়া এবং অন্যদেরকে বানানো দাদী জানকী-জীর আজ হলো পূণ্য স্মৃতি দিবস, তিনি ২৭-এ মার্চ ২০২০ তারিখে অব্যক্ত বতনবাসী হয়েছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া অমূল্য শিক্ষাগুলি সদা আমাদের সকলের কানে গুঞ্জরিত হতে থাকে -

১) নিজেকে আশীর্বাদ করতে হলে সূক্ষ্ম অভিমানকে পরখ করে তাকে দ্রুত সমাপ্ত করে দাও।

২) নিজের স্থিতিকে এমন অচল-অনড় বানিয়ে নাও তো সময়, সংকল্প এতটুকুও যেন ব্যর্থ না যায়।

৩) জগতের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করার জন্য ইনোসেন্ট আর মিষ্টি হও, মায়ের সমান পালনা দাও।

৪) বেশী ভাবলে, বেশী কথা বললে আর বেশী চিন্তা করলে শক্তি খরচ হয়, সাইলেন্সে থাকো, তাহলে শক্তি জমা হতে থাকবে।

৫) পরচিন্তন বা ঘৃণার দৃষ্টিকে সমাপ্ত করে স্ব চিন্তন আর প্রভু চিন্তন করো।

৬) সৌভাগ্যবান এবং ব্লিসফুল থাকতে হলে বাবার ব্লেসিং নিতে থাকো।

৭) কারোর করা ভুল চিত্তে যেন না থাকে, চিত্ত সাফ রাখো তো শান্তিতে থাকবে।

৮) তপস্বী হওয়ার জন্য ত্যাগী হও, এতটুকুও ইচ্ছা বা আসক্তি যেন না থাকে।

৯) নিজের স্থিতি উচ্চ বানাতে হলে স্মরণে থাকার গুপ্ত অভ্যাস করতে থাকো, সাধারণ বলার বা শোনার অভ্যাস যেন না থাকে।

১০) নিজের সতোগুণী দৃষ্টি বৃত্তির দ্বারা নিজেদের মধ্যে সতোগুণী ব্যবহারের দ্বারা নিজের সম্পূর্ণতাকে সমীপে নিয়ে এসো।

১১) অন্তর্মুখী হয়ে যাও তো অষ্টশক্তি সখী রূপে সাথী আর সহযোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;